প্রেমের টানে বাংলাদেশে এসেও ঠাঁই মিলল না ভারতীয় তরুণী প্রীতি পন্ডিতের

দর্শনা জয়নগর সীমান্তে দুই দেশের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে এক ভারতীয় তরুণীকে ফেরত দিয়েছে বাংলাদেশ। মঙ্গলবার দুপুর ২ টার দিকে সীমান্তের নোমেন্স ল্যান্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে ফেরত দেয় পুলিশ।

ঘটনার বিবরনে জানা গেছে, প্রেমের টানে বাংলাদেশে এসেও হয়নি মিলন! প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে বাংলাদেশে চলে আসা এক ভারতীয় তরুণীকে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে।

৮ মাস বাংলাদেশের সেফহোমে থাকার পর মঙ্গলবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা বন্দর দিয়ে প্রীতি পন্ডিত নামের ওই তরুণীকে ভারতীয় থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে বাংলাদেশের পুলিশ।

এ সময় ভারতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন- বিএসএফ’র গেঁদে কোম্পানি কমান্ডার অশোক মেহি, ইমিগ্রেশন ইনচার্জ গোপাল চন্দ্র দে, কাস্টমস ইন্সপেক্টর অজয় নারায়ণ, কৃষ্ণগঞ্জ থানার ইন্সপেক্টর বাপিন মুখার্জি, ডিআইও সাধন মণ্ডল, মানবাধিকার কর্মী চিত্তরঞ্জন দে।

আর বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন- বিজিবির আইসিপি কমান্ডার সুবেদার শহিদুল ইসলাম, দর্শনা ইমিগ্রেশন ইনচার্জ এসআই আব্দুল আলীম, দর্শনা থানার এসআই হারুন অর রশীদ, এস আই মাহামুদুল রংপুর সিআইডি ইন্সপেক্টর এনায়েতুর রহমান ও এসআই রাব্বি।

জানা যায়, প্রেমের টানে প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে দেশ ছেড়ে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছিল প্রীতি পন্ডিত। বাংলাদেশে এসে প্রেমিক মিলনের বাড়ি রংপুরে চলে যায় প্রীতি।

এদিকে, প্রীতির পরিবার তাকে খুঁজে না পেয়ে কৃষ্ণনগর থানায় জিডি করে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। অবশেষে বাংলাদেশে সন্ধান মেলে প্রীতির।

এরপর শুরু হয় প্রেমের পরাজয়। রংপুর কোতোয়ালি থানা পুলিশ

প্রীতিকে উদ্ধার করে। ঠাঁই হয় রংপুর শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পূর্ণবাসন কেন্দ্রে। সেখানেই ৮ মাস ছিল প্রীতি।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রীতি পন্ডিত ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা ও কৃষ্ণনগর মিলনীনি গার্লস হাইস্কুলের ১০ম শ্রেণির ছাত্রী। তার বাবা মন্টু পন্ডিত ও মা ইতি পন্ডিত থাকতেন কৃষ্ণনগর শহরের ভাতজংলা এলাকায়। মেয়ে যেদিন প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে যায় সে সময় মা ইতি পন্ডিত বাড়িতে ছিলেন না।

ইতি পন্ডিত বলেন “সকালে কাজে গেছিলেন। দুপুরে বাড়ি ফিরে দেখি মেয়ে বাড়িতে নেই। তখন স্কুল, প্রাইভেট স্যার-সহ সব জায়গায় খোঁজ করি। তারপর একটি ছোট ছেলে জানায়, প্রীতি টোটোতে (ইজিবাইক) চড়ে একটি ছেলের সঙ্গে যেতে দেখেছে সে। এ ছাড়া সেখানে কাজ করে আল-আমিন নামে বাংলাদেশি একজন জানায়, প্রীতি মিলনের (ইতির প্রেমিক) সঙ্গে পালিয়ে গেছে।

ইতি আরও জানান, ২০২১ সালের ২১ জুন সকালে নিখোঁজ হয় তার মেয়ে। মিলন ও আল- আমিন অবৈধভাবে ভারতে গিয়ে কৃষ্ণনগর শহরে কাজ করতেন। থাকতেন তাদের এলাকায়।

রংপুরের সিআইডি ইনসপেক্টর এনায়েতুর রহমান জানান, এরপর ২৬ জুন সকালে রংপুর কোতোয়ালি থানা পুলিশ উদ্ধার করে প্রীতিকে। সেই থেকে তাকে রাখা হয় রংপুর শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পূর্ণবাসন কেন্দ্রে। প্রেমিক মিলনের হাত ধরে বেনাপোল বর্ডার দিয়ে পালিয়ে বাংলাদেশে চলে এসেছিল প্রীতি।

এদিকে, প্রীতিকে উদ্ধারের পর তার প্রেমিক মিলন (২২) ও তার সহযোগী হাবিবুরের (২৩) বিরুদ্ধে মানব পাচার আইনে মামলা করে পুলিশ। পরে তাদের আটক করা হয়। এরপর তারা জামিনে মুক্ত হন। দীর্ঘ ৮ মাস সেফহোমে থেকে আপন ঠিকানায় ফিরল প্রীতি পন্ডিত।

আলমডাঙ্গায় অবৈধ ২ ইট ভাটায় অভিযান, চার লাখ টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দুটি ইট ভাটার মালিককে চার লাখ টাকা জরিমানা করেছে জেলা প্রশাসন।
মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপর পর্যন্ত আলমডাঙ্গা উপজেলা এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের সহকারী নির্বাহি ম্যাজিস্ট্রেট (এনডিসি) জাকির হোসেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলায় প্রায় ২০ টি ইট ভাটা রয়েছে। কিছু ভাটায় বৈধ কাগজপত্র থাকলেও অনেক ভাটায় নেই পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ও ভাটা পরিচালনার নবায়ন সনদপত্র। এছাড়াও দীর্ঘদিন যাবৎ আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৫/৬ টি ইট ভাটায় কয়লার বদলে পুড়ানো হচ্ছে বনজ গাছপালা। যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

তারই ধারাবাহিকতায় আলমডাঙ্গার দুটি ভাটায় জেলা প্রশাসনের নির্বাহি ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসেন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন। এসময় কুমারি ইউনিয়ন বন্ডবিল এলাকার মতিয়ার রহমান বাবুর (এমএসবি) ব্রিকসে ২ লাখ টাকা ও ডাউকি ইউনিয়নের বিনেতপুর যমুনা মাঠের শহিদুল ইসলামের ইট ভাটায় ২ লাখ টাকা জরিমানা করেন।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিষয়ে জেলার নির্বাহি ম্যাজিস্ট্রেট (এনডিসি) জাকির হোসেন বলেন, আলমডাঙ্গায় অবৈধ দুটি ইট ভাটায় ৪ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। যাদের ইট ভাটার কাগজপত্রে ত্রুটিপূর্ণ রয়েছে তারা যেনো দ্রুত কাগজপত্র সংশোধন করে নেয়। পরিবেশ ও ভাটা পরিচালনার কাগজপত্র না করলেও আবারো পর্যায়ক্রমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে।

দামুড়হুদায় নবাগত জেলা

প্রশাসকের মতবিনিময় সভা

দামুড়হুদায় নবাগত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খানের সাথে উপজেলার জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
দামুড়হুদা উপজেলা নিবার্হী অফিসার তাছলিমা আক্তারের সভাপতিত্ব করেন।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু। বক্তব্য রাখেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মনিরুজ্জামান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ, জুড়ানপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলি, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতিএম নুরুন্নবী।

প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম খান বলেন, দেশের উন্নয়নে উন্নত শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বতর্মান সরকার উন্নয়নের সরকার। সরকারের যে উন্নয়নের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

তিনি দামুড়হুদা উপজেলাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা হিসাবে সকল সময় দৃষ্টি রাখবেন। তিনি বলেন এই উপজেলাতে ডিসি ইকোপার্ক, এশিয়ায় মহাদেশের মধ্যে বৃহত কেরু এন্ড কোম্পানি অবস্থিত। কৃষিতেও ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে দামুড়হুদা উপজেলা। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলাকে একটি আত্মনির্ভরশীল জেলা হিসাবে গড়ে তুলতে উন্নয়নমূকল সকল কাজে বিশেষ গুরুত্ব দেবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এ সময় উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছাঃ সাহিদা খাতুন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল মতিন, আব্দুল ওয়াদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দীন, উপজেলা মহিলা কর্মকর্তা হোসনে জাহান, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা

সাইফুন নাহার, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোঃ ইসহাক, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আইয়ুব আলী, দর্শনা থানা অফিসার ইনচার্জ এম লুৎফুল কবীর, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিসার রাফেজা খাতুন, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার (সাবেক) বীরমুক্তিযোদ্ধা আছির উদ্দীন সহ দামুড়হুদা উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা ও সাংবাদিকবৃন্দ।
অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সমবায় অফিসার মোঃ হারুন-অর-রশীদ।

আলমডাঙ্গায় জোর পূর্বক স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নেবার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়নের ভেদামারী গ্রামের মনিরুজ্জামান মনির বিরুদ্ধে এক ব্যক্তির কাছে সাড়ে ৮ লাখ টাকা পাওনা করে জোর পূর্বক স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নেবার অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ওই ব্যক্তি আদালতে মামলা দায়ের করায় মনিরুজ্জামান মনির তাকে হুমকি দিচ্ছে অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছেন।

নাগদাহ ইউনিয়নের বারোঘরিয়া গ্রামের মুনছুর আলীর ছেলে ওহিদুল ইসলাম তার নিজ গ্রামে মঙ্গলবার দুপুরে লিখিত এ সংবাদ সম্মেলনে জানান, ২০১০ সালের ৪ নভেম্বর তিনি বারোঘরিয়া গ্রামের আব্দুল বারি গংয়ের কাছ থেকে ঘোলদাড়ি বাজারে ৯ শতক জমি দলিলমুলে ক্রয় করেন।

গত ৩ বছর আগে ওই জমি থেকে সাড়ে ৪ শতক জমি তিনি ভেদামারী গ্রামের মৃত আকমান মোল্লার ছেলে মনিরুজ্জামান মনির কাছে ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকায় বিক্রি করেন। মনিরুজ্জামান মনি ওই জমি ভূমি অফিসে নাম

পত্তন করতে গেলে জটিলতার কারণে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে দলিল বাতিল হয়ে যায়।

ওহিদুল ইসলাম টাকা নিয়েও জমি বিক্রি করতে না পারায় ৩ মাস পর মূল মালিকদের কাছে থেকে পূনরায় সাড়ে ৪ শতক জমি মনিরুজ্জামানকে রেজিস্ট্রি করে দেন। জমি রেজিস্ট্রি করে নেওয়ার পরও মনিরুজ্জামান তাদের কাছে টাকা পাবে দাবী করে নানা টালবাহানা শুরু করে।

গত ২০ দিন আগে তিনি সালিশ সভার কথা বলে ওহিদুল ইসলামকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সুদে-আসলে সাড়ে ৮ লাখ টাকা পাবে দাবী করে জোর পূর্বক স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। জোর পূর্বক স্ট্যাম্পে টিপ সহি নেওয়ার ঘটনায় ওহিদুল ইসলাম আদালতে মামলা দায়ের করেন। মামলাটি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

এমতাবস্থায় মনিরুজ্জামান মনির তাকে নানাভাবে হয়রানি ও প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে দাবী করে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের কাছে বিচার প্রার্থনা করেছেন ভুক্তভোগী ওহিদুল ইসলাম।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে ২ দোকান মালিককে ১৭ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে ২ দোকান মালিককে ১৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুর ১ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।
জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের হাটবোয়ালিয়া বাজারে দীর্ঘদিন যাবৎ মেহেরপুর জেলার আব্দুল হান্নানের ছেলে আনারুল ইসলাম নকল সার প্যাকেজিং করে বিক্রয় আসছে।

মঙ্গলবার হাটবোয়ালিয়া বাজার থেকে আলমসাধু যোগে প্যাকেজিং সার বিভিন্ন বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্য বের হচ্ছিলো।

এসময় আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর হাতে নাতে সার ভর্তি আলমসাধু আটক করে। পরে সার দোকান মালিক আনারুলকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করে। আলমসাধু ভর্তি সার জব্দ করে।

এদিকে, হাটবোয়ালিয়া বাজারে দবির উদ্দিনের ছেলে রিশান উদ্দীন ভ্যারাটিজ মালামালের ব্যবসা করে। একই দোকানে সার ঔষধের ব্যবসা করায় তাকে ২ হাজার টাকা জরিমানা গুনতে হয়।

জীবননগরের হাসাদাহ মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

জীবননগরের উপজেলার হাসাদাহে তানিয়া খাতুন ও তার বাবা মতিয়ার রহমানের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা জন্য এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে হাসাদাহ প্রেসক্লাবে এ প্রতিবাদ আয়োজন করা হয়।

ভুক্তভূগী তারানিবাস গ্রামের সাজেদুল ইসলাম তিনি লিখিত বক্তব্যে বলেন, কাটাপোল গ্রামের মতিয়ার রহমানের মেয়ে তানিয়া খাতুন ইতেপূর্বে ঢাকায় খালেকের ছেলে ওয়াদুদের সাথে ২১ সালে ফ্রেরুয়ারী মাসে এভিডেভিড করে বিয়ে করে। সেখান থেকে কৌশলে অর্থ হাতিয়ে নিয়ে চলে আসে।

তার কিছুদিন পরে তারানিবাস গ্রামের মুক্তার হোসেনের ছেলে রাশেদুল সাথে এভিডেভিড মাধ্যমে ৭ লক্ষ টাকার কৌশলে প্রতারনা ফাদে ফেলে মামলা করেন তানিয়া খাতুন।

এসময় ওয়াদুদের পক্ষে তার স্ত্রী মর্জিনা খাতুন ও রাশেদুল ইসলামের পক্ষে তার ছোট ভাই সাজেদুল ইসলাম যৌথ সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করেন।

চুয়াডাঙ্গায় বিপি দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গায় বিপি দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ব্যাডেন পাওয়েল এর ১৬৫ তম জন্মবার্ষিকী ও বিপি (ব্যাডেন পাওয়েল) দিবস উপলক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গায় র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার বেলা সাড়ে নয়টার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভার আয়োজনে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে র্যালিটি শেষ হয়। র্যালি শেষে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের সহ-সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ, কে, এম সাইফুর রশিদের সভাপতিত্বে র্যালিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

ব্যাডেন পাওয়েল পূর্ণ নাম রবার্ট স্টিভেন্সন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল। স্কাউটদের মাঝে তিনি বি.পি. এবং গিলওয়েলের ব্যাডেন পাওয়েল নামেও সমাধিক পরিচিত। তিনি ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭ লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজ সামরিক কর্মকর্তাও ছিলেন। এই দিনকে বিপি দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ রেজাউল করিম, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) আরাফাত রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের সম্পাদক মোঃ জাহিদুল হাসান, চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের স্কাউটস লিডার মোঃ আব্দুর মুকিত জোয়ার্দার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু নাসির, সহকারি কমিশনার (সংগঠন) উবাইদুল ইসলাম তুহিন, কোষাধ্যক্ষ মোঃ মাকসুদুর রহমান, এমদাদ হোসেন, মুনজুর আহমেদ, হেলেনা নাসরীন, মারুফা ইয়াছমিন,শরিফুল ইসলাম, আহম্মেদ আলী,মোঃ কবির সাজ্জাদ মামুন, মোঃ বসীর আহম্মেদসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের বিভিন্ন

ইউনিট থেকে আগত রোভার ও রোভার লিডারবৃন্দ।

দামুড়হুদায় চুরির অপবাদে বৃদ্ধাকে কুপিয়ে জখম, আটক ২

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার বড় দুধপাতিলা সাইকেল চুরির অপবাদ দেয়ায় আব্দুল খালেক (৭৫) নামে এক বৃদ্ধকে কুপিয়ে জখম করার ঘটনা ঘটেছে।

এসময় তার কিশোর ছেলে সোহেল রানা (১১) কে মারধর করা হয়েছে। আহত পিতা-পুত্রকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আব্দুল খালেকের মাথার ক্ষতস্থানে ৫-৭ টি সেলাই প্রদান করেন।

মঙ্গলবার দুপুর আড়াই টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলি ইউনিয়নের বড় দুধপাতিলা গ্রামে এঘটনা ঘটে। পুলিশ এঘটনায় অভিযুক্ত দুজনকে আটক করেছে।

আটককৃতরা হলেন, একই এলাকার জামাত আলীর স্ত্রী তুছরা বেগম (৩২) ও তার ছেলে শরিফ (২২)।

আহতরা হলেন, বড় দুধপাতিলা গ্রামের বসতিপাড়ার মৃত আব্দুল কাদেরের ছেলে আব্দুল খালেক (৭৫), ও তার ছেলে সোহেল রানা (১১)।

আহতের স্বজনদের দাবি, এক সপ্তাহ পূর্বে আব্দুল খালেকের বাড়ি থেকে দুটি বাইসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটে। গোপন সুত্রে জানতে পারে ওই সাইকেল দুটি এলাকার শরিফ চুরি করেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে চুরির ব্যাপারে শরিফের নিকট জানতে চাই আব্দুল খালেক। এতে শরিফের পরিবারের সদস্যদের সাথে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় আব্দুল খালেকের।

একপর্যায়ে বৃদ্ধ আব্দুল খালেককে বেধড়ক মারপিট করে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এবং কোদাল দিয়ে মাথায় কোপ দেয় শরিফ। বাবাকে

মারধর করতে দেখে কিশোর ছেলে সোহেল রানা প্রতিবাদ করলে তাকেও বেধড়ক মারধর করে তারা। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠায়।

এদিকে খবর পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেই। ঘটনার সাথে জড়িত দুজনকে আটক করে পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. উৎপলা বিশ্বাস আহত দুজনের অবস্থা শঙ্কামুক্ত। বৃদ্ধ খালেকের মাথায় ধারালো অস্ত্রের জখমের চিহৃ আছে। সেখানে ৫-৭ টা সেলাই প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও কিশোর সোহেল রানার শরীরসহ তার অন্ডকোষে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ভর্তির পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

দর্শনার পরানপুর মাঠ থেকে পৃথক স্হান থেকে দুই জনের লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার পরানপুর ভুট্টাক্ষেতের ভিতর থেকে দুই জনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার (২১ ফেব্রুয়ারী) বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে উপজেলার দর্শনা পৌরসভাধীন পরানপুর গ্রামের ভুট্টাক্ষেত থেকে থেকে পৃথক মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহতরা হলেন, চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের সাড়াবাড়িয়া গ্রামের মৃত ইদ্রিস আলীর ছেলে শওকত আলী সকো
(৬০) ও একই উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার পরানপুর গ্রামের মাঝেরপাড়ার মৃত গোলাম জোয়ার্দ্দারের ছেলে হাফিজুর রহমান ওরফে হাফিজ (৫০)।

পরিবারের সদস্যরা জানায়, শওকত আলী (সকো) বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ছিল। গত শনিবার সকালে বাড়ি থেকে নিখোজ হয়। অনেক খোজাখুজির পরও পাওয়া

যায়নি।

অপর দিকে হাফিজুর রহমান ওরফে হাফিজ গত রোববার দুপুরে ঘাষ কাটার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়। বাড়ি না ফেরায় খোজাখুজির পর পাওয়া যায়নি তাকে। তবে দুই পরিবারের কোন অভিযোগ নেই।

স্থানীয়রা জানায়, সোমবার সকালে কৃষি কাজ করার সময় ভুট্টাক্ষেতে দুজনের মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে জানায়। শওকত আলীর মরদেহের পাশে একটি বিষের বোতল পাওয়া গেছে এবং হাফিজুর রহমানের মুখে ধারালো কিছুর আঘাতে রক্তাক্ত জখম রয়েছে। খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে মরদেহ দুটি উদ্ধার করে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এএইচএম লুৎফুল কবীর বলেন, পরানপুর গ্রামে আধা কিলোমিটারের মধ্যে ভুট্টাক্ষেতের ভিতর থেকে দুটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। একজনের পাশে বিষের বোতল ছিল। অপরজনের মুখে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের জখম পাওয়া গেছে। সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয় করতে মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। এ ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

বেগমপুরের ডিহি কৃষ্ণপুরে নব-বধূর বিষপানে আত্মহত্যা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানার বেগমপুরের ডিহি কৃষ্ণপুরে এক নববধূ বিষপানে আত্মহত্যা করছে।

রোববার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে নিজ বাড়িতে বিষপানে আত্মহত্যা করে। লাশ ময়ন্ত তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এদিকে আত্মহত্যার ঘটনা রহস্যজনক বলে দাবী পরিবারের।

জানাগেছে, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বাজার গোপালপুরের ওয়ারিয়া গ্রামের আলমঙ্গীর হোসেনের কন্যা আফরিনা খাতুনের (১৯) সাথে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের ডিহি-কৃষ্ণপুরের ডিহি

পাড়ার মনসেদ আলীর ছেলে রুহুল আমিনের গত ৩ মাস পূর্বে পারিবারিক ভাবে বিবাহ হয়। বিয়ের পর থেকে তাদের মধ্যে পারিবারিক কলহ লেগেই থাকতো।

রোববার সকালের দিকে সে বিষপান করলে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসাপাতালে নেয়।

সেখানে চিকিৎসার একপর্যায় অবস্থার অবনতি দেখা দিলে চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ এ্যান্ড হাসপাতালে রেফার করেন।

গুরুত্বর অসুস্থ অবস্থায় তাকে কুষ্টিয়ায় নেওয়ার সময় দুপুর পৌনে ১২টার দিকে পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়।
এরপর মৃত আফরিনা খাতুনের লাশ নেওয়া হয় ঝিনাইদহের ওয়ারিয়া গ্রামের তার পিতার বাড়িতে। সেখানে তার লাশ নেওয়া হলে পরবর্তীতে পিতার বাড়ির লোকজন মৃত আফরিনা খাতুনকে দর্শনা থানায় নিয়ে আসে।
পরে পুলিশ লাশের ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। তবে তার মৃত্যু রহস্যজনক বলে পরিবারের দাবী।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এ,এইস,এম লুৎফুল কবীর বলেন, দর্শনা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা রুজু করা হয়েছে। নিহতর লাশ ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।